প্রথম আলো

তারিখ ... 3 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকেরা স্মারকলিপি দিলেন তৃতীয় দফা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার উপাচার্য মো. সালেহ উদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছেন বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকেরা।

গতকাল তাঁরা তৃতীয়বারের মতো স্মারকলিপি দেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ডাকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট পরিস্থিতিতে এ নিয়ে ইতিপূর্বে আরও দুই দফা স্মারকলিপি দিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত ১১ জানুয়ারি ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের পর ১৫ জানুয়ারি থেকে ধর্মঘটের ডাক দেয় ইসলামী ছাত্রশিবির। এরপর থেকে বিভিন্ন শিক্ষার্থী বাসে চোরাগুপ্তা হামলা করে শিবির। এ অবস্থার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে।

গত ১৩ জানুয়ারি ২৮ জন ও ৩০ জানুয়ারি ৪১ জন বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক স্বাক্ষরিত দুটি স্মারকলিপি উপাচার্য বরাবর দেওয়া হয়। গতকাল তৃতীয় দফা স্মারকলিপিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বর্তমান সংকট' সৃষ্টির পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ রয়েছে বলে অধিকাংশে শিক্ষক মনে করেন। গতকাল তৃতীয় দফায় স্মারকলিপিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ছয়টি পর্যবেক্ষণ ও পাঁচটি প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে বিএনপি-জামায়াতপন্থী ৫০ জন শিক্ষক স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে তাঁদের ছয়টি পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়, 'ক্যাম্পাস বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, অনিরাপদ ও ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি খুবই কম। ধর্মঘট প্রত্যাহারপূর্বক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, উপাচার্যকে নানাভাবে চাপে ফেলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের পায়তারা করছেন বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকেরা। তাঁদের নিজ নিজ বিভাগে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি থাকলেও ক্লাস নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি কবির হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পরীক্ষার ব্যাপারে কিছুটা বাধ্যবাধকতা থাকলেও ক্লাস তো নিয়মিত হওয়ার কথা। অনেক বিভাগেই নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে। কেউ যদি ইচ্ছা করে ক্লাস না নেন, তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক।'